রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩০, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪১৫ বাং/৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিঃ

নং ৬২ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৪ পৌষ, ১৪১৫ বাং মোতাবেক ২৮-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

২০০৮ সনের ৬২ নং অধ্যাদেশ

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ বাতিলক্রমে কতিপয় সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু দেশের উচ্চ শিক্ষারমান উন্নীতকরণসহ উচ্চ শিক্ষার দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান বহুমুখী চাহিদা পূরণে বিদ্যমান আইন অপর্যাপ্ত; এবং

যেহেতু শিক্ষার মান উন্নীতকরণসহ উচ্চ শিক্ষার দ্রুত ও বহুমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং উহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এতদ্‌বিষয়ে বিদ্যমান আইন রহিত করিয়া একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(ক) "অনুষদ" অর্থ কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদ বা স্কুল অব স্টাডিজ;

(খ) "একাডেমিক কাউন্সিল" অর্থ কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল;

(গ) "এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল" অর্থ ধারা ৩৭ এর অধীন গঠিত এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল;

(ঘ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ১০ এ উল্লিখিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) "ক্যাম্পাস" অর্থ সনদপত্রে উল্লিখিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাস;

(চ) "নির্ধারিত" অর্থ এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অথবা, ক্ষেত্রমত, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত;

(ছ) "প্রতিষ্ঠাতা" অর্থ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠান;

(জ) "বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন" অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P. O. No. 10 of 1973) দ্বারা গঠিত University Grants Commission of Bangladesh;

(ঝ) "বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন স্থাপিত কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঞ) "বোর্ড অব ট্রাস্টিজ" অর্থ ধারা ১৯ এ উল্লিখিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ;

(ট) "সনদপত্র" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত কোন সাময়িক বা, ক্ষেত্রমত, স্থায়ী সনদপত্র;

(ঠ) "সিন্ডিকেট" অর্থ ধারা ২০ এর অধীন গঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট;

(ড) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঢ) "বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি" অর্থ ধারা ৩৬ এর অধীন প্রণীত কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি;

(ণ) "দূরশিক্ষণ পদ্ধতি" অর্থ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম, যথা, করেস্পনডেন্স, রেডিও, টেলিভিশন, সেমিনার বা কন্টাক্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে অথবা ঐ সকলের দুই বা ততোধিক পদ্ধতির সমন্বয়ে শিক্ষাদান।

৩। **বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা।**—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন সনদপত্র গ্রহণ ব্যতীত, বাংলাদেশের কোন স্থানে কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না, কিংবা কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বাংলাদেশে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, বা সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা কিংবা কোন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন স্থাপিত প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মুনাফার জন্য নহে (Not for profit) এইরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের অধীন স্থাপিত প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় একটি সংবিধিবদ্ধ বেসরকারী সংস্থা হইবে এবং প্রতিটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার নিজস্ব নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার অধিকার থাকিবে এবং উক্ত নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা দায়ের বা পরিচালনা করা যাইবে।

৪। **বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত।**—বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে ধনী-গরীব সকল শ্রেণীর যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি, জ্ঞানার্জন এবং সাফল্যের সহিত ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা কোর্স সমাপনান্তে সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

৫। **সাময়িক সনদপত্রের জন্য আবেদন।**—(১) ধারা ৬ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, কোন প্রতিষ্ঠাতা এই অধ্যাদেশের অধীন বাংলাদেশের যে কোন স্থানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে সাময়িক সনদপত্রের জন্য সরকারের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার আবেদনকারীর নিকট হইতে বিষয়টি সম্পর্কে উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং আবেদনটি বিবেচনার পর যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী ধারা ৬ এর শর্তাবলী পূরণ করিয়াছেন তাহা হইলে নির্ধারিত ফরমে, আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৮০ দিনের মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে অস্থায়ীভাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য একটি সাময়িক সনদপত্র ইস্যু ও প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর যদি সরকার এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, আবেদনকারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ধারা ৬ এ বর্ণিত কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইয়াছেন অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য দেশে আরও অধিক সংখ্যক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহা হইলে সরকার আদেশ দ্বারা আবেদনটি নাকচ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া অনুরূপ কোন আবেদন নাকচ করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন আবেদন নাকচ করা হইলে, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং এতদ্‌বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন সাময়িক সনদপত্র ৭ (সাত) বৎসরের অধিক সময়ের জন্য ইস্যু ও প্রদান করা যাইবে না।

৬। **সাময়িক সনদপত্রের শর্তাবলী**।—এই অধ্যাদেশের অধীন কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সাময়িক সনদপত্রের লক্ষ্যে উহার প্রতিষ্ঠাতাকে নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন করিতে হইবে;

(খ) পাঠদানের নিমিত্ত প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, মিলনায়তন, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক কমন রুম, ইত্যাদির জন্য পর্যাপ্ত স্থান বা অবকাঠামো থাকিতে হইবে;

(গ) প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট নিজস্ব অথবা ভাড়াকৃত ভবন থাকিতে হইবে;

(ঘ) প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম ৩ (তিন) টি অনুষদ থাকিতে হইবে;

(ঙ) আইন দ্বারা কোন নির্দিষ্ট নামে স্থাপিত বা বাতিলকৃত সরকারী বা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের অনুরূপ কিংবা সদৃশ কোন নামে প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যাইবে না;

(চ) প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে যাহা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পূর্বানুমোদিত হইতে হইবে;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উহার প্রত্যেক বিভাগের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিতব্য শিক্ষক অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকিলে তাহাদের মূল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ছাড়পত্র বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে জমা দিতে হইবে;

(ঝ) প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিবিড় পাঠক্রম (Curriculum) এবং প্রতিটি বিষয় (Subject), কোর্স, প্রোগ্রাম-এর সিলেবাস প্রণয়ন করিয়া এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে সর্বমোট আসন সংখ্যা উল্লেখ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(ঞ) প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সংরক্ষিত তহবিল (Reserve Fund) হিসাবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা সরকার অনুমোদিত যে কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা থাকিতে হইবে।

৭। **স্থায়ী সনদপত্রের জন্য আবেদন।**—(১) ধারা ৫ এর অধীন সাময়িক সনদপত্র লাভের পর অস্থায়ীভাবে স্থাপিত কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ীভাবে পরিচালনার জন্য উহার প্রতিষ্ঠাকে এই অধ্যাদেশের অধীন স্থায়ী সনদপত্রের জন্য, ধারা ৮ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, নির্ধারিত ফরমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার আবেদনকারীর নিকট হইতে বিষয়টি সম্পর্কে উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং আবেদনটি বিবেচনার পর যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী ধারা ৮ এর শর্তাবলী পূরণ করিয়াছেন তাহা হইলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৮০ দিনের মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে স্থায়ীভাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী সনদপত্র ইস্যু ও প্রদান করিবে।

৮। **স্থায়ী সনদপত্রের শর্তাবলী।**—ধারা ৫ এর অধীন সাময়িক সনদপত্রপ্রাপ্ত প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাকে এই অধ্যাদেশের অধীন স্থায়ী সনদপত্রের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে, প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অন্যূন ১ (এক) একর পরিমাণ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য অন্যূন ২(দুই) একর পরিমাণ নিষ্কন্টক, অখণ্ড ও দায়মুক্ত জমি থাকিতে হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য অবকাঠামোর অভ্যন্তরস্থ স্থানের পরিমাণ জনপ্রতি ২০ (বিশ) বর্গফুটের নিম্নে হইবে না;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে যথযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও ভবনাদির প্ল্যান অনুমোদন করাইয়া, সাময়িক সনদপত্রে প্রদানকৃত সময়ের মধ্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করিতে হইবে;

(গ) প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনভাবে দায়বদ্ধ বা হস্তান্তর করা যাইবে না;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যূনতম শতকরা পাঁচ ভাগ আসন মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির জন্য সংরক্ষণপূর্বক এই সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সম্পূর্ণ বিনা টিউশন ফি-তে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং প্রতি সেমিস্টার বা শিক্ষা বৎসরের জন্য সম্পূর্ণ বিনা টিউশন ফি-তে অধ্যয়নরত এইরূপ ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে দাখিল করিতে হইবে;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের চলাফেরা, শিক্ষা অর্জন ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে;

(চ) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে উহার বাৎসরিক আয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ গবেষণার জন্য ব্যয় করিতে হইবে; এবং

(ছ) সাময়িক সনদপত্রপ্রাপ্ত প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদনের পূর্বে এই অধ্যাদেশের যাবতীয় শর্তাদি অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে।

৯। **সাময়িক সনদপত্র নবায়ন।**—(১) ধারা ৫ এর অধীন সাময়িক সনদপত্রপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ধারা ৮ এ উল্লিখিত শর্তাবলী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূরণে সক্ষম না হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠাতা সাময়িক্ সনদপত্র নবায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার যথাযথ তদন্তসাপেক্ষে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদপত্র নবায়ন করিতে পারিবে।

১০। **বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।**—(১) কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষসমূহ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ;

(খ) সিন্ডিকেট;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল;

(ঘ) অনুষদ;

(ঙ) ইনস্টিটিউট;

(চ) পাঠ্যক্রম কমিটি;

(ছ) অর্থ কমিটি;

(জ) শিক্ষক নিয়োগ কমিটি; এবং

(ঝ) শৃংখলা কমিটি।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষসমূহ ছাড়াও কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, প্রতিষ্ঠাতা, চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ গঠন করিতে পারিবে।

১১। **সনদপত্রের শর্ত পূরণে ব্যর্থতা।**—কোন প্রতিষ্ঠাতা সাময়িক সনদপত্রের মেয়াদের মধ্যে বা, ক্ষেত্রমত, নবায়নকৃত সাময়িক সনদপত্রের মেয়াদের মধ্যে স্থায়ী সনদপত্রের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে কিংবা স্থায়ী সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে উক্ত সাময়িক সনদপত্র বা, ক্ষেত্রমত নবায়নকৃত সাময়িক সনদপত্রের মেয়াদ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বন্ধ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিতভাবে কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হইলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান শিক্ষাবর্ষের চলমান কোসসমূহ, সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত কোসসমূহে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লইয়া চলিতে থাকিবে এবং উক্ত কোর্সের সফলভাবে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণকে সংশ্লিষ্ট কোর্সের সার্টিফিকেট প্রদানকরতঃ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে।

১২। **অনুমোদিত ক্যাম্পাস।**—(১) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার নিমিত্ত প্রদত্ত সনদপত্রে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ক্যাম্পাসের উল্লেখ থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্যাম্পাস ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কোন স্থায়ী সনদপ্রাপ্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে, এই অধ্যাদেশ ও তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে, দেশের যে কোন স্থানে এক বা একাধিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন কোন বিভাগ, অনুষদ বা ইনস্টিটিউট চালু করিবার উদ্দেশ্যে একই শহরে অনুমোদিত ক্যাম্পাসের অতিরিক্ত অন্য কোন ক্যাম্পাস স্থাপন করিতে চাহিলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া উহার বরাবরে আবেদন করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির অনূর্ধ্ব ৯০ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রয়োজনীয় পরিদর্শন সম্পন্ন করিয়া পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত প্রদত্ত না হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদনটি অনুমোদিত হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে চ্যান্সেলরের নিকট আপীল করা যাইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। **বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা**।—(১) প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণিত পূর্ণকালীন কর্মকর্তা থকিবেন, যথা ঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) ডীন বা ডাইরেক্টর;

(ঙ) রেজিস্ট্রার;

(চ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(ছ) বিভাগীয় প্রধান;

(জ) পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ);

(ঝ) পরিচালক (অর্থ);

(ঞ) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন);

(ট) জনসংযোগ কর্মকর্তা; এবং

(ঠ) লাইব্রেরীয়ান।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ছাড়াও কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কর্তৃপক্ষ, চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। **চ্যান্সেলর।**—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি অথবা তাঁহার মনোনীত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর থাকিবেন এবং চ্যান্সেলর বা তাঁহার মনোনীত কোন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ডিগ্রী ও সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের প্রতিটি প্রস্তাবে চ্যান্সেলরের সম্মতি থাকিতে হইবে।

(৩) চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে প্রতি বৎসর অথবা তিনি আদেশ দ্বারা যেইরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ সময়ের ব্যবধানে একাডেমিক ডিগ্রী প্রদানের জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয় চ্যান্সেলরের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

১৫। **ভাইস-চ্যান্সেলর।**—(১) চ্যান্সেলর তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক প্রস্তাবিত কোন ব্যক্তিকে ৪(চার) বৎসর মেয়াদের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করিবেন এবং উক্তরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথার নির্বাহী এবং একাডেমিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগের জন্য প্রথম শ্রেণী বা সমমানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা পিএইচ,ডি ডিগ্রী এবং ২০ (বিশ) বৎসরের শিক্ষকতা বা গবেষণা বা প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতা যাহার মধ্যে ১০(দশ) বৎসরের উচ্চতর গবেষণা বা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত কোন ব্যক্তি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকিলে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তাবের সহিত উক্ত ব্যক্তির মূল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পেশ করিতে হইবে।

(৪) অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কোন ব্যক্তিকে কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করা হইলে উক্ত প্রস্তাবের সহিত উক্ত ব্যক্তির লিখিত সম্মতিপত্র (Letter of Consent) সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ভাইস-চ্যান্সেলর কোন কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে চ্যান্সেলর সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরকে অস্থায়ীভাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদের দায়িত্ব অর্পণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এর পদ না থাকিলে অথবা প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর এর পদ শূন্য থাকিলে চ্যান্সেলর অস্থায়ীভাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অথবা একজন সিনিয়র ডীনকে ভাইস-চ্যান্সেলর এর দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৬) ভাইস-চ্যান্সেলর পদাধিকারবলে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য হইবেন এবং সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও শিক্ষক কমিটির সভাপতি হইবেন।

(৭) ভাইস-চ্যান্সেলর তাহার কাজের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৮) চ্যান্সেলর, সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য কোন কারণে, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সুপারিশক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলরকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

১৬। **প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর**।—(১) চ্যান্সেলর, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করিবেন।

(২) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগের জন্য ন্যূনপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং পেশাগত জীবনে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের প্রশাসনিক বা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(৩) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত কোন ব্যক্তি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকিলে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তাবের সহিত উক্ত ব্যক্তির মূল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পেশ করিতে হইবে।

(৪) অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কোন ব্যক্তিকে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করা হইলে উক্ত প্রস্তাবের সহিত উক্ত ব্যক্তির লিখিত সম্মতিপত্র (Letter of Consent) সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৫) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) চ্যান্সেলর, সুস্পষ্ট কোন কারণে, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সুপারিশক্রমে, কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

১৭। **ট্রেজারার**।—(১) চ্যান্সেলর, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সুপারিশক্রমে এবং উপ-ধারা (২) এর শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তিকে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার নিযুক্ত করিবেন।

(২) ট্রেজারার পদে নিয়োগের জন্য ন্যূনতম ১৫ (পনের) বৎসরের অধ্যাপনা, প্রশাসনিক বা আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(৩) ট্রেজারার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা এবং হিসাবের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৪) ট্রেজারার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটির সভাপতি হইবেন।

(৫) ট্রেজারারকে অপসারণ করিবার মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিলে সিন্ডিকেটের সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সুস্পষ্টভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া অপসারণের প্রস্তাব চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিবে এবং চ্যান্সেলর উক্ত প্রস্তাব বিবেচনান্তে সংশ্লিষ্ট ট্রেজারারকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

১৮। **রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ**।—(১) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি নিয়োগ কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বোর্ড অব ট্রাস্টিজের তিনজন প্রতিনিধি;

(গ) বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য নহেন সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের এমন দুইজন প্রতিনিধি; এবং

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক।

(২) সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নিয়োগ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিযুক্ত হইবেন।

১৯। **বোর্ড অব ট্রাস্টিজ।**—প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অন্যূন ৯ (নয়) সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ থাকিবে এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক উক্ত বোর্ডের সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত একজন সদস্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

২০। **সিন্ডিকেট।**—(১) প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিন্ডিকেট থাকিবে এবং সিন্ডিকেট সদস্যগণের মেয়াদকাল হইবে ৩ (তিন) বৎসর।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে সিন্ডিকেট গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর; যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন ডীন, ১ (এক) জন বিভাগীয় প্রধান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের ১ (এক) জন সদস্য;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন শিক্ষানুরাগী বা শিক্ষাবিদ;

(চ) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক মনোনীত ৩(তিন) জন সদস্য; এবং

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি (যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে কর্মরত নহেন)।

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং রেজিস্ট্রার সিন্ডিকেটের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

২১। **একাডেমিক কাউন্সিল।**—(১) প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি একাডেমিক কাউন্সিল থাকিবে এবং একাডেমিক কাউন্সিল সদস্যদের মেয়াদকাল হইবে ৩ (তিন) বৎসর।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) সকল ডীন;

(ঙ) সকল বিভাগীয় বা ইনস্টিটিউট প্রধান;

(চ) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ছ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(জ) প্রতি বিভাগ হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন অধ্যাপক;

(ঝ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য;

(ঞ) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য; এবং

(ট) লাইব্রেরীয়ান।

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে একাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

২২। **অনুষদ**।—(১) প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যূন ৩(তিন) বা ততোধিক শিক্ষা অনুষদ বা স্কুল অব স্টাডিজ থাকিবে।

(২) একাডেমিক কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদ এই অধ্যাদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি দ্বারা নির্দিষ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বে থাকিবে।

২৩। **বিভাগ**।—(১) প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সংশ্লিষ্ট অনুষদের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগ এই অধ্যাদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি দ্বারা নির্দিষ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বে থাকিবে।

(২) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগে একজন বিভাগীয় প্রধান থাকিবেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট ডীনের মাধ্যমে ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উক্ত বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়ে এই অধ্যাদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস বা কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা-কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

২৪। **ইনস্টিটিউট**।—(১) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনক্রমে কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এক বা একাধিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত প্রত্যেক ইনস্টিটিউটের জন্য একজন পরিচালক থাকিবেন এবং তিনি ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ইনস্টিটিউট সম্পর্কিত বিষয়ে এই অধ্যাদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস বা কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

২৫। **পাঠ্যক্রম কমিটি**।—(১) প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগের একটি পাঠ্যক্রম কমিটি থাকিবে এবং উক্ত কমিটিতে বিভাগীয় সকল শিক্ষক ও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২(দুই) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকিবেন এবং বিভাগীয় প্রধান পাঠ্যক্রম কমিটির সভাপতি হইবেন।

(২) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিষয়, কোর্স এবং প্রোগ্রামের সিলেবাস বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং লিখিত অনুমোদনপত্র জারী হইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়, কোর্স বা প্রোগ্রামে কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাইবে না।

(৩) পাঠ্যক্রম কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিষয়, কোর্স বা প্রোগ্রামের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন আনয়ন করিতে চাহিলে তদ্‌বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট, উহার যুক্তিসহ, আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করা হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদনটি অনুমোদিত হিসাবে বিবেচিত হইবে।

২৬। **অর্থ কমিটি**।—(১) প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অর্থ কমিটি থাকিবে এবং উক্ত কমিটির মেয়াদ কাল হইবে ৩ (তিন) বৎসর।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে অর্থ কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ট্রেজারার, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিভাগীয় প্রধান;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

(ঙ) পরিচালক (অর্থ), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

২৭। **শিক্ষক নিয়োগ কমিটি**।—শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি শিক্ষক নিয়োগ কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(গ) সংশ্লিষ্ট ডীন;

(ঘ) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক মনোনীত ৩(তিন) জন ব্যক্তি;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বা ইনস্টিটিউট প্রধান; এবং

(চ) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

২৮। **শৃংখলা কমিটি**।—(১) প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শৃংখলা কমিটি থাকিবে।

(২) ভাইস-চ্যান্সেলর শৃংখলা কমিটির সভাপতি হইবেন এবং সকল অনুষদের ডীন ও বিভাগের প্রধানগণ উক্ত কমিটির সদস্য হইবেন।

(৩) শৃংখলা কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ের শৃংখলা নিশ্চিতকরণ এবং শৃংখলা বিরোধী আচরণের জন্য সুপারিশ বা প্রস্তাবাবলী প্রণয়ন করিয়া সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিবে।

(৪) শৃংখলা কমিটির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ অনতিবিলম্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্তকমিটি গঠন করিবে, যাহাদের মধ্যে দুইজন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ব্যতীত দুইজন সিন্ডিকেট সদস্য এবং একজন আইনজ্ঞ থাকিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ শৃংখলা কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৯। **বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী পরিচালনা করিবে, যথা ঃ—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো এবং TO&E অনুমোদন;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীবিধি অনুমোদন এবং সিন্ডিকেট প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি অনুমোদনপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে প্রেরণ;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও সংরক্ষণ;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক সুপারিশকৃত বাজেট অনুমোদন;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা দুরীকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী-অভিভাবক, এলামনাই, প্রভৃতি স্টেকহোল্ডারগণের সহিত বৎসরে অন্ততঃ একবার মতবিনিময় সভার আয়োজন এবং সভায় প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলর, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর এবং ট্রেজারার নিয়োগের জন্য যথাক্রমে ধারা ১৫, ১৬ এবং ১৭ এর বিধান সাপেক্ষে চ্যান্সেলর সমীপে প্রস্তাব পেশ; এবং

(জ) সিন্ডিকেট প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন ও চ্যান্সেলর বরাবর প্রেরণ।

৩০। **সিন্ডিকেটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সিন্ডিকেট নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে, যথা ঃ—

(ক) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক কার্যাবলী ও সাধারণ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা;

(খ) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সীলমোহর নির্ধারণ এবং উহার হেফাজতের ব্যবস্থা ও ব্যবহার পদ্ধতি নিরূপণ;

(গ) অর্থ কমিটি কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক বাজেট পর্যালোচনা ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর অনুমোদনের জন্য সুপারিশ চূড়ান্তকরণ;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি এর বিধান এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ, তাঁহাদের দায়িত্ব, চাকুরীর শর্তাবলী ও বেতনক্রম, ছাত্রদের ফি নির্ধারণ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে উহার ফলাফল অনুমোদন;

(চ) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সকল সনদপত্র ও সনদপত্রের নিরাপত্তা প্রতীকের তদারকীকরণ;

(ছ) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ের শৃংখলা নিশ্চিতকরণ এবং শৃংখলা বিরোধী আচরণের জন্য শৃংখলা কমিটির সুপারিশ বা প্রস্তাবাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান;

(জ) একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান;

(ঝ) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী নিবন্ধীকরণ, পরীক্ষার ফলাফল, হিসাব ও গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি প্রণয়নপূর্বক বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর অনুমোদনের জন্য পেশ; এবং

(ট) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর মাধ্যমে চ্যান্সেলর, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে প্রেরণ।

৩১। **একাডেমিক কাউন্সিলের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) একাডেমিক কাউন্সিল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ক প্রধান কর্তৃপক্ষ হইবে এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান, শিক্ষা এবং পরীক্ষার মান উন্নয়ন ও বজায় রাখিবার বিষয়ে দায়ী থাকিবে এবং এই সকল বিষয়ের উপর উহার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতা থাকিবে।

(২) একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান করিবে।

(৩) একাডেমিক কাউন্সিল সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নীতিমালা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি এর বিধান অনুসারে পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করিবে।

৩২। **অর্থ কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—অর্থ কমিটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করিবে এবং অনুমোদনের জন্য সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের নিকট প্রেরণ করিবে এবং আর্থিক বিষয়ে সিন্ডিকেট ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজকে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করিবে।

৩৩। **শিক্ষা কার্যক্রম, ইত্যাদি।**—(১) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত পরিকল্পনা, শিক্ষাক্রম, সিলেবাস বা শিক্ষার মান সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এম.বি.বি.এস, বি.ডি.এস, নার্সিং এবং ফিজিওথেরাপিসহ চিকিৎসা বিষয়ক যে কোন কোর্স চালু করিতে হইলে উক্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়েরও অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনের জন্য আবেদন করিতে হইলে উক্ত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফি যথাযথ পদ্ধতিতে কমিশনে জমা দিতে হইবে।

(৩) কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিভাগের খন্ডকালীন শিক্ষক-সংখ্যা কোর্সের পূর্ণকালীন শিক্ষক-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না, তবে শিক্ষক ব্যতীত পেশাভিত্তিক অন্যান্য অঙ্গন হইতে আগত রিসোর্স পার্সনগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(৪) মূল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ছাড়পত্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে না।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, সরকার এই ধারার অধীন কোন আবেদন অনুমোদন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে অনুরূপ অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে চ্যান্সেলরের নিকট আপীল করা যাইবে এবং এই বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন কারণে কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা দেখা দিলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত ও শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়টির স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার স্বার্থে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে, চ্যান্সেলর যে কোন আদেশ ও নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৩৪। **কৌশলগত পরিকল্পনা।**—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি-বার্ষিক বা পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

৩৫। **সনদপত্র বাতিল।**—(১) কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিচালনার ক্ষেত্রে অথবা একাডেমিক বা আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোন অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হইলে অথবা ধারা ৬, ৮, ৩৩ ও ৪৫ এর উপ-ধারা (৩) অথবা এই অধ্যাদেশের অন্য কোন বিধান লংঘিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উহা তদন্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজন হইলে সরকার, উক্তরূপ অভিযোগ প্রাপ্তির পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে তদন্তের জন্য অনুরোধ জানাইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির পর, অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সম্পাদিত তদন্তে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে সরকার, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন অথবা ছিলেন এইরূপ একজন বিচারপতি কর্তৃক, উক্ত অভিযোগের পুনঃতদন্ত করাইতে পারিবেন এবং উক্ত তদন্তে অভিযোগটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে, সরকার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্র বাতিল করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্র বাতিল করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশ জারীর তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে চ্যান্সেলরের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আপীলের উপর চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্র বাতিল করা হইলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনাগত বা অন্য কোন ত্রুটি বা গাফিলতির কারণে কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন বিপন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশক্রমে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে, উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সংরক্ষিত তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবে।

৩৬। **বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি।**—সিন্ডিকেট, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনক্রমে, এই অধ্যাদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত আদেশ বা নীতিমালা সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন সম্পর্কিত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৭। **এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল**।—(১) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাকে বিশ্বমান পর্যায়ে উন্নীতকরণ ও কার্যকরভাবে উহা অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে সরকার একটি এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (Accreditation Council) গঠন করিবে।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল এর সদস্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধারার অধীন এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল এর গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব, সভা অনুষ্ঠান, এ্যাক্রিডিটেশন পদ্ধতি, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করিবে।

(৪) প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোন ডিগ্রী প্রোগ্রামের এ্যাক্রিডিটেশন এর জন্য এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

৩৮। **বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের কোর্স পরিচালনা বা ক্যাম্পাস স্থাপন**।—(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া বাংলাদেশে কোন স্থানে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের নামে ক্যাম্পাস স্থাপন অথবা কোন প্রোগ্রাম বা কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের নামে ক্যাম্পাস স্থাপন অথবা কোন প্রোগ্রাম বা কোর্স অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৯। **দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা**।—(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম বা কোর্স পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম বা কোর্স সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪০। **অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর**।—কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে একটি রেজিস্টেশন নম্বর প্রদান করিতে হইবে এং সংশ্লিষ্ট কোর্স সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধির সাপেক্ষে, উক্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর বহাল থাকিবে এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র ও মার্কশীটে উক্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

৪১। **ছাত্র ফি**।—প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় উঁহার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানদন্ডে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ছাত্র ফি কাঠামো প্রস্তুত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সরকারকে অবহিত হরিবে।

৪২। **বেতন কাঠামো।**—প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য উপযুক্ত বেতন কাঠামো প্রস্তুত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সরকারকে অবহিত করিবে।

৪৩। **সাধারণ তহবিল।**—(১) ধারা ৬ এর দফা (ঞ) তে উল্লিখিত সংরক্ষিত তহবিল ছাড়াও প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাধারণ তহবিল থাকিবে এবং উক্ত সাধারণ তহবিলে ছাত্র ও ছাত্রীদের নিকট হইতে সংগৃহীত বেতন, ফি ও অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা রাখিতে হইবে।

(২) সাধারণ তহবিল বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা এবং ট্রেজারার এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

(৩) সাধারণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করা যাইবে, তবে বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সরকারকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সংরক্ষিত ও সাধারণ তহবিলের হিসাব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সরকারকে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) কোন সেরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বা উহার পক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদন ব্যতিত, দেশের বাহিরের কোন উৎস হইতে কোন তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবেনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যে-কোন আবেদন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বা উহার পক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল, চ্যান্সেলরের অনুমোদন ব্যতীত, দেশের বাহিরে প্রেরণ করিতে পারিবে না।

(৭) কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিলের অর্থ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না।

৪৪। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—প্রত্যেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে সরকারের অনুমোদনক্রমে নিয়োগকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকভুক্ত বহিঃ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান (সিএ ফার্ম) দ্বারা উক্ত হিসাব নিরীক্ষা করাইতে হইবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রেরণ করিতে হইবে।

৪৫। **পরিদর্শন, ইত্যাদি।**—(১) সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কশিন, প্রয়োজনে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, যে কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শিত কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, উহার চাহিদা অনুযায়ী, যে-কোন সময় যে-কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট যে-কোন প্রতিবেদন, বিবরণ ও তথ্য তলব করিতে পারিবে।

৪৬। **বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা**।—এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পূর্বে সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে স্থায়ী না হইয়া থাকিলে এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, ধারা ৭ এর বিধান অনুযায়ী, স্থায়ী সনদপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত উপ-ধারাতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সনদপত্র গ্রহণ না করিলে বা সনদপত্র প্রাপ্ত না হইলে উক্ত সময়সীমার পর সরকার সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে।

৪৭। **অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৩(১), ১১, ১২(২) ও ৩৮ (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) সরকাররের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত এই অধ্যাদেশের অধীন কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা কোন আদালতে আমলযোগ্য হইবে না।

৪৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৯। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—এই অধ্যাদেশর কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৫০। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের ইংরেজীতে অনূদিত একটি প্রমাণীকৃত পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে, যাহা এই অধ্যাদেশের প্রমাণীকৃত ইংরেজী পাঠ (Authentic English text) নামে অভিহিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের মূল বাংলা পাঠ ও উক্ত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে মূল বাংলা পাঠটি প্রাধান্য পাইবে।

৫১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার সংগে সংগে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৪ নং আইন), অতঃপর রহিত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) রহিত আইনের অধীন গৃহীত বা কৃতকার্য এই অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত বা কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীনে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ,—

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীন স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কর্তৃক গৃহীত বা সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ এই অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রহিত আইনের অধীনে স্থাপিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এই অধ্যাদেশের অধীনে আবশ্যক সকল শর্ত এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে যথাযথভাবে অনুসরণ ও প্রতিপালন করিতে হইবে।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ১৪-৯-১৪১৫ বঙ্গাব্দ / ২৮-১২-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd